

ভারতে কর্পোরেট ফার্মিং: এটা কি কৃষি উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক?

সুখপাল সিং

1। পরিচিতি

ভারতে কৃষি এখনও প্রায় 58% কর্মশক্তি নিয়োজিত করে এবং প্রায় একটি অবদান রাখে জিডিপির চতুর্থাংশ (সারণী 1)। কৃষক/চাষীদের একটি খুব বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ধারকদের বিভাগ। এই ধরনের হোল্ডিংয়ের সংখ্যা এবং অনুপাত সময়ের সাথে বেড়েছে। তারা মোট অপারেশনাল হোল্ডিংয়ের 68.15% গঠন করে 1971-72 সালে কিন্তু তাদের অনুপাত 1991-92 সালে 80.59% বৃদ্ধি পায়। চাষ করা এলাকা এগুলি 1971-72 সালে মোট 24.01% থেকে 1991-92 সালে 34.3% বৃদ্ধি পেয়েছে (সিং, 2005)। প্রান্তিক এবং ছোট জোতের শেয়ার যথাক্রমে 61.6% এবং 18.7% হয়েছে 1995/96, সব মিলিয়ে 80.3% জন্য অ্যাকাউন্টিং (সারণী 2)। এসব খামারের বেশির ভাগই পারিবারিক খামারগুলি হল গৃহস্থের ব্যবহার, ব্যবহারের জন্য উৎপাদন, স্টক, এবং সেই ক্রমে বিক্রয়, ঝুঁকি কমানোর জন্য অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ, এবং দুর্বল বাজার সংযোগই, যদিও বাণিজ্যিকীকরণের সাথে উন্নতি হচ্ছে। এসব খামারের রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং তাদের মধ্যে প্রযুক্তিগত মাত্রাব্যবস্থাপনা এবং বেশজটিল এবং গতিশীল নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান (Toolmin এবং Gueye, 2003)। অন্যদিকে, এর সংখ্যা সবচেয়ে বড় ক্যাটাগরির খামারগুলো কমেছে এবং সবচেয়ে বড় ক্যাটাগরির গড় আকার ছিল পরে যাচ্ছে, অধিকন্তু, বড় জোত (>4 হেক্টর) 2000-এর মধ্যে মাত্র 7%-এ হ্রাস পাবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। 2001 এবং 2010-2011 সালের মধ্যে 5% এবং যথাক্রমে শুধুমাত্র 36% এবং 28% অঞ্চলের জন্য দায়ী (ঝা, 2001)। এই সাধারণ ছবি দেওয়া, এটা যে গড় আকার বিস্ময়কর নয় অপারেশনাল হোল্ডিং 1960 সাল থেকে হ্রাস পাচ্ছে এবং মাত্র 1.57 হেক্টর এবং 1992 সালে মালিকানার গড় আয়তন মাত্র 1.14 হেক্টর। (সহ 2003 সালের মধ্যে সমস্ত অপারেশনাল হোল্ডিংয়ের 83.9% <2 হেক্টরের জোত ছিল (এস)ingh, 2005) এছাড়াও, ক্ষুদ্র কৃষকদের (ভূমিহীন সহ) উচ্চ গবাদি পশুর মালিকানা ছিল (সকলের 60-80% গবাদি পশুর জনসংখ্যা) ক্রস-ব্রিড গবাদি পশু সহ যেখানে 12-20% ছোট খামার এবং ভূমিহীন বৃহত্তর খামারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 8-15% এর তুলনায় পরিবারের এই প্রাণীগুলির মালিকানা ছিল পরিবার (ঝা, 2001)। 2002-03 সালের মধ্যে, অপারেশনাল হোল্ডিংয়ের গড় আকার এসেছে 1.09 হেক্টরে নেমে এসেছে এবং মোট কার্যক্রম হিসাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জোতের অনুপাত 86% হিসাবে উচ্চ হোল্ডিংস।

সারণী 1: ভারতে জিডিপিতে কৃষির তুলনামূলক অবদান
(বর্তমান মূল্যে %) 1980-2003

সেক্টর	বছর			
	1980	1990	2001	2003
কৃষি				
সংখ্যা				

সেক্টর	বছর			
	1980	1990	2001	2003
কৃষি	26.8829.325.9			
শিল্প	51.048.936			
সেবা				

সূত্র: Bayes and Ahmed (2003)। এর জন্য * - শোম (2006)।

ছোট খামারগুলি ভারতের মোট শস্যের 41% উত্পাদন করে (49% চাল, 40% গম, 29% মোটা সিরিয়াল এবং 27% ডাল), এবং মোট ফল ও সবজির অর্ধেক যদিও বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল এলাকায় হচ্ছে, সম্পদ সীমাবদ্ধ, এবং অনুমান করা হয় যে তারা শুধুমাত্র হিসাবে বড় খামার হিসাবে উত্পাদনশীল (সিং, এট আল, 2002; মুলার এবং প্যাটেল, 2004)। তাদের অবদান 1971-1991 সালে ক্রমবর্ধমান গম ও ধানের উত্পাদন আরও বেশি ছিল (62% এবং যথাক্রমে 48%)। প্রান্তিক জমিতেও ফসলের তীব্রতা বেশি ছিল (143) ছোট, মাঝারি এবং বড় কৃষকদের তুলনায় (129.9, 119.6, এবং 111.6) যথাক্রমে) 1980-এর দশকের মাঝামাঝি এবং উচ্চতর সেচযুক্ত এলাকা নেট বপন এলাকার শতাংশ হিসাবে এর বেশির ভাগ টিউবওয়েল এবং খাল দ্বারা সেচ করা হয় (প্রতিটি ১/৩) এবং এমনকিসঙ্গে ট্যাকগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ (8-11%) (Agrawal, 2000; Singh, et al, 2002)।

ভূমিহীনদের পরিবারের আয়ের 50% এর বেশি এবং 30% ডেইরি খাত। যেটি প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র জমির মালিকদের। আসলে, প্রান্তিক এবং ছোট নীচের প্রান্তে কৃষক শ্রেণী হল তারা যারা 'ভূমিহীন' অর্থাৎ তারা 0.002 এবং এর মধ্যে জমির মালিক শুধুমাত্র 0.200 হেক্টর এবং 1991-92 সালে গ্রামীণ পরিবারের 31% এরও বেশি ছিল। এইগুলো ভূমিহীনদের (<0.002 হেক্টর মালিক) ছাড়াও পরিবার যারা 11.3% মোট গ্রামীণ পরিবার। 'নিকট ভূমিহীন' ক্যাটাগরি ২০০৯ সাল থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে 1960 এর দশকের শেষের দিকে। এইভাবে, গ্রামীণ পরিবারের 42% এরও বেশি ভূমিহীন বা কাছাকাছি ভূমিহীন ছি (রাও এবং হনুমপ্পা, 1999)।

WP নং 2006-11-06

পৃষ্ঠা নং 4



ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট
আহমেদাবাদ • ইন্ডিয়া

রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

সারণি 2: ভারতে অপারেশনাল হোল্ডিংয়ের আকার বিতরণ
(1960-1961, 1970-1971, 1976-1977, 1980-1981, 1985-1986, 1990-1991 এবং 1995-1996)

হোল্ডিংস বিভাগ	নম্বর (1000)				এলাকা (1000 হেক্টর)				অপারেশনাল গড় আকার হোল্ডিংস (হেক্টর)							
	1960-	1970-	1980-	1985-	1990-	1995-	1960-	1970-	1980-	1985-	1990-	1995-	1970-	1976-	1980-	1985-
প্রান্তিক (১ এর কম হেক্টর)	199088	682	50122	56147	63389	71179	88000	14545	19735	22042	24894	28121	0.41	0.390	0.39	0.390
	(50.3)	(56.4)	(57.8)	(59.4)	(61.8)	(64.0)	(9.0)	(12.0)	(13.4)	(15.1)	(16.3)					
ছোট (1.0 থেকে 2.0 হেক্টর)	109000	432	16072	17922	20092	21643	16000	19282	23169	25708	28827	30722	1.44	1.41	1.44	1.43

Advertisement



যেহেতু নতুন অর্থনৈতিক নীতি ইতিমধ্যেই এমবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং শিল্প খাত, ফোকাস এখন towa নাড়াচাড়া করা হয় আর ডিএস কাঠামোগত সংস্কার নিয়ে আসছে অন্যান্য খাত বিশেষ করে কৃষিউৎপাদন সংগঠনের ডি। এই ত্রি করার চেষ্টা করা হচ্ছে ইনপুট একটি ভাল দক্ষতা মধ্যে ingd আউটপুট বাজার এবং পরিণামে ফলস্বরূপ সেক্টরের প্রবৃদ্ধি কর্মক্ষমতা উন্নীত করা গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস ভারত। যদিও গত দশকে ভারতের অর্থনীতি উচ্চ হারে (6%) বৃদ্ধি পেয়েছে , কৃষি বৃদ্ধির হার অনেক পিছিয়ে (1-2%)। পাশাপাশি কৃষি বিপর্যয় এবং পরিবেশগত ব্যাপক সংকটely ছোট চাষীminated agrarian অর্থনীতি আছে তৈরি বিশ্বায়িত এবং উদারীকৃত কৃষি সাংস্কৃতিক বাজারের উপস্থিতিতে বিষয়গুলি আরও খারাপ । দ্য কৃষি সংস্কার করা হচ্ছেn সরকারী-বেসরকারী pa কে দেওয়া প্রাধান্য সহntnership এবং গ্রামীণ উন্নয়নে বেসরকারি কর্পোরেট সেক্টরে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অর্পণ করা হচ্ছে এবং প্রবৃদ্ধি হ্রাসের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস। কোrporate farming এমনই একটি উদ্যোগ পাশাপাশি ভারতের অনেক রাজ্যে চেষ্টা করা হয়েছে চুক্তি চাষ। কর্পোরেট ফার্মিং বোঝায় সরাসরি মালিকানা বা লিজিং এর মধ্যব্যবসায়িক সংগঠন দ্বারা কৃষিজমিজন্য উৎপাদন করার জন্য তাদের ক্যাপিটল প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয়তা বা খোলা বাজারের জন্য। যখন এটি বন্দী করার জন্য করা হয় উদ্দেশ্য, এটিকে বন্দী চাষ হিসাবেও উল্লেখ করা হয় , যদিও বেশিরভাগ সময়, দুটি পদ বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করা হয়। যদিও বর্তমানে কর্পোরেট ফার্মিং নেই ভারতে অনুমোদিত, সেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জোর গলায় আইনগত সীমাবদ্ধতা দূর করার কথা বলা হয়েছে কৃষি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তার জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং চাষ করতে পারে। দ্য সবচেয়ে সোচ্চার দাবি কর্পোরেট ব্যবসা এবং ব্যবসায়ী সমিতি দ্বারা হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে, এমনকি শরদ যোশীও এর পক্ষে যুক্তি দেন: প্রান্তিক এবং ছোট একটি গোল্ডেন হ্যান্ডশেক প্রদান জমির মালিক এবং কৃষক কর্পোরেশনগুলিকে কর্পোরেট এফএ করার অনুমতি দেয়rming এমনকি পাঞ্জাব রাজ্যও কৃষক কমিশন (PSFC) সম্প্রতি অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুপারিশ করেছে prov দ্বারা চাষ থেকে জমির মালিকদেরiding বিকল্প জীবিকা (PSFC, 2006)। থেকে কর্পোরেট খামারng পি এ বৈধ নয় অসন্তোষ, agribusiness firms বৃদ্ধি হয় চটকদার নির্বাচন অবলম্বন করার জন্য জমি লিজিং বিকল্প কর্পোরেট ফার্মিং বা চুক্তির চাষ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হিসাবে অবস্থা. কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করে একটি চাষী বা তাদের গোষ্ঠীর অধীনে উৎপাদন এবং জনসংযোগের জন্য চুক্তিপাক-সম্মতভাবে প্রয়োজনীয় মানের কাঁচামাল সংগ্রহ করা মূল্য এবং আয়তন বা একর

এই কাগজটি গ এর প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি প্রোফাইল করে সেকশনে ভারতে অর্পোরেট ফার্মিং এবং ধারা 3 এ ভারতীয় প্রেস্কাপটে এর যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে। পরীক্ষা করতে যায়

ধারা 4-এ কর্পোরেট ফার্মিংয়ের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তির বৈধতা।

কর্পোরেট ফার্মিং মডেলের কিছু বিকল্প আইভের সাথে অধ্যায় 5 এ শেষ হয়।

2. ভারতে কর্পোরেট চাষের প্রসঙ্গ এবং প্রকৃতি

তাই ভারতে কৃষি একটি রাষ্ট্রীয় বিষয়নীতি প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট। অতএব, অনেক ভারতে রাজ্য (প্রাদেশিক) সরকারগুলি অ্যাটেম আর্জেবিশেষ করে ভূমি আইনের উদারীকরণ জমির সিলিং আইন (সারণী 3)। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র সম্প্রতি কৃষি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৃহৎ জমি কেনা ও পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে R&D, এবং রপ্তানি-ভিত্তিক উৎপাদন উদ্দেশ্যে। এমনকি পাঞ্জাবের মতো রাজ্যও রয়েছে অর্ডারে হোল্ডিংয়ের সিলিং বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জন্য বড় মাপের চাষ উত্সাহিত করা রাজ্যে কৃষিকে একটি কার্যকর প্রস্তাব করা। কৃষক সংগঠন ও রাজনৈতিক ড পাঞ্জাবের বৃহত্তর কৃষকদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলিও লবিং করছে অপসারণ বা শিথিলকরণ সিলিং অন ল্যান্ড হোল্ডিংস অ্যাক্ট ইন পাঞ্জাব (ধালিওয়াল, 2005)। কর্পোরেট কিছু রাজ্যের এজেন্সিগুলি দীর্ঘমেয়াদী লিজ (20-30 বছর) চাচ্ছে। জন্য কৃষকের জমি কর্পোরেট কৃষি। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট রাজ্যগুলিও অনুমতি দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে টি এর বড় ট্র্যাক্ট প্রদান করে সরকারী বর্জ্য জমিতে কর্পোরেট চাষের জমি (পর্যন্ত 2000 একর প্রতিটি) দীর্ঘমেয়াদী (20 বছরের) ইজারা (ভারওয়াদা এবং কৃষি ব্যবসা সংস্থাগুলিকে মহাজন, 2006)। ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার এছাড়াও প্রায় 20 লক্ষ টাকা উপলব্ধ করা হচ্ছে জাট্রোফা (জৈব জ্বালানী) চাষের জন্য হেক্টর জমি n. প্রকল্পের অধীনে, একটি আইব্যক্তি ইজারা দিতে পারেন এ 200 হেক্টর জমি পর্যন্ত 100 টাকা প্রতি হেক্টর মূল্য, পিপ্রথম পাঁচ বছরের জন্য er বছরকান পরবর্তী বছরের জন্য, এই হার হতে পারে বৃদ্ধি ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ছত্তিশগড় বায়ো-ফুয়েল স্থাপন সহ একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সরকারী মালিকানাধীন বর্জ্য বা পতিত জমি চিহ্নিত করে বিভিন্ন জেলায় টাস্ক ফোর্স গঠন করা (The Hindu Business Line, Sept. 2, 2005)। এর আগে, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার একটি প্রকল্পের অধীনে কর্পোরেট চাষের চেষ্টা করেছিল 1997-2002 সালে চিত্তোর জেলার কুপ্পাম যেখানে উদ্দেশ্য ছিল এর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা ছিল এগ্রিব কর্তৃক ইজারাকৃত জমিতে চুক্তিবদ্ধ খামারের মাধ্যমে বড় আকারের চাষ business comp যেকোনো (BHC Agro India Private Limited - একটি ইসরায়েলি পরামর্শদাতা সংস্থা)। দ্যনির্ভুলতা উপর ফোকাস ছিল চাষ, ড্রিপ সেচ এবং গুণমানের মান (ড্যাশ, 2004)। আসলে, জমির এই পরিবর্তনগুলি আইনগুলিকে নতুন আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে কৃষির একীকরণ যেখানে নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া (প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য ইনপুট) এবং মে নতুন অভিনেতা (গ্লোবাল ক্যাপিটাল এবং ট্রেডিং স্বার্থ) গেমের নতুন নিয়ম সেট করেছে (Raynolds et al., 1993)। এটি মূলত একটি বেসরকারি খাতের নেতৃত্বাধীন এজি কৌশল কৃষি উন্নয়ন যেমন ছিল অনুসরণ করা হচ্ছে

এখন পর্যন্ত, ভারতে কর্পোরেট ফার্মিংয়ের অনেক ঘটনা রয়েছে (টেবিল e 6) জমির সিলিং আইন হিসাবে হয় অতীতে কিছু কর্পোরেট দ্বারা চালিত হয়েছে বা উদারীকরণ করা হয়েছে কিছু প্রাদেশিক সরকার নতুন অর্থনৈতিক শাসনের অংশ হিসেবে এবং আকৃষ্ট করার জন্য কৃষি খাতে দেশীয় কর্পোরেট এবং বিদেশী বিনিয়োগ।

সারণি 6: ভারতে কর্পোরেট ফার্মিংয়ের কেস

কোম্পানির	এলাহাভূমিকাল ফসল	মাত্রা এবং উদ্দেশ্য
1. আইইইএফএল, (এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান) ভারত স্থাপন করে 1995)	মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, এবং গোয়া। গাছপালা প্রধানত ফলের গাছ	তামিলনাড়ে চারটি সহ এটির 12টি খামার রয়েছে। মহারাষ্ট্রে সাত এবং একটি গোয়ায়। মোট 1500 একর প্রায় দ্বারা গঠিত হয় তামিলনাড়ুতে 650 একর, 750 একরমহারাষ্ট্র এবং 100 গোয়ায় একর। সিআইএস-কে দেওয়া জমি ছিল কৃষকদের কাছ থেকে কেনা এবং ছিল চাষযোগ্য মরুভূমি। প্রতিটি খামার একটি কম্প্যাক্ট জোন মধ্যে আছে প্রতিটি রাজ্যে এবং বেশিরভাগই কোল্ডন অঞ্চলে। জমি ছিল টাকা দরে কেনা। 25-30,000 প্রতি একর। সিআইএস প্রদান করেছে 80:20 গ্ল্যান্টেশন থেকে লাভ ভাগভাগি, এখন ট্রেডিক ফলের রপ্তানি, 80% যাচ্ছে পরে বিনিয়োগকারীদের কাছে সব খরচ মেটানো। প্রায় 800 par ছিল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বৃহত্তম এবং একমাত্র ওয়াই সহ CISM 150 একর এবং 0.5 একর সহ সবচেয়ে ছোট যা ছিল সর্বনিম্ন অনুযায়ী প্রয়োজন ক্ষম একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি আছে শেয়ার হোল্ডারদের সাথে যা প্রতি 5 বছর পর পর নবায়ন করা হয়। সন্ন্যাস শুধুমাত্র ow এর পক্ষে খামার পরিচালনা করতেন। এখন, প্রত্যয়িত গার্হস্থ্য জন্য জৈব উত্পাদন এবং রপ্তানি বাজার এই খামারগুলিতে নেওয়া হয়েছে।
2. জামনগর ফার্মস প্রা. লি.- ক অতিরিক্ত কিছু রিলায়েন্স শিল্প (মুকেশ আশ্বানি দল)	গুজরাট, এবং পাঞ্জাব; কৃষি-বনায়ন, এবং উদ্যান ফসল	৭৫০০ একর খামারের জমিতে আম রয়েছে ৪৫০টি একর যে এটা তেলেতিনি সবচেয়ে বড় আমের বাগান in এশিয়া। দ্য খামারটি মূলত একটি পরিবেশ সুরক্ষা হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল তার শোধানাগার কাছাকাছি পরিমাপ, এখন, এটা করা হচ্ছে on একটি লাভজনক হিসাবে নিজের মধ্যে উদ্যোগ কোম্পানিটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। 10 কোটি টাকা গত ৩-৪ বছর ধরে এ খামার করার পরিকল্পনা রয়েছে অন্যান্য রাজ্য যেমন এ.পি., মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকের খামার। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে ব্রেকইভেনের জন্য অনেক বছর এবং তার পরে 30% রিটার্ন দিন। অতি সম্প্রতি, এটা হয়েছে ৬২৫ একর সরকারি পাওনা বরাদ্দে পঞ্চায়েত এবং এর জন্য সাধারণ জমি ৫ হাজার কোটি টাকার কৃষি ব্যবসা প্রকল্প পাঞ্জাব রাজ্য যার মধ্যে ৩০০ কর্তৃক প্রধান কৃষি জমি এর কিছু জমি (১৫০ একর) একটি 30 বছরের দীর্ঘ লিজে আছে এবং বাকি কোম্পানি দ্বারা কেনা হয়, এটি উদ্যোগ নিচ্ছে রপ্তানিমুখী কর্পোরেট চাষ (50%)। এছাড়াও planning to রিলায়্যান্সের মাধ্যমে দেশীয় বাজারে খামারের পণ্য বিক্রি করুন। খুচরা দোকানে।
3. অনিল ধীরুডাই আশ্বানি গ্রুপ (নির্ভরতা)	পাঞ্জাব; ফল এবং সবজি	প্রায় সাত্বে তিন হাজার একর জমি কিনেছেন farmers এই হবে একটি মাল্টি-প্রোডাক্ট SEZ হবে যার আলাদা ইউনিট ডিএ থাকবে। খাদ্য এবং কৃষি পণ্য, অটোমোবাইল, শিল্প এবং পোশাক এবং পোশাক, অন্যান্য আইটেম মধ্যে, লোকা দ্বারা। the মানসায় SEZ করতে চায় সংস্কারিয়ানা পুরণ করতে এবং রাজস্থান এবং জাতির কাছাকাছি হতে হবে রাজধানী অঞ্চল হিসার হয়ে যখন যোগাযোগ করা হয়।
4. SYP Agro, আহমেদাবাদ	গুজরাট; পেঁয়াজ এবং অন্যান্য মশলা এবং সবজি	রপ্তানি
5. এপ্রি গোল্ড হায়দ্রাবাদ	এপি	এক্সপোর্ট

6. ফিল্ড ফ্রেশ একটি সমান অংশীদারিত্ব মধ্যে উদ্যোগ ভারতী এন্টারপ্রাইজ	পাঞ্জাব; তাজা ফল এবং সবজি	এটি গো থেকে 300 একর জমি অধিগ্রহণ করেছে পাঞ্জাবের রাজ্য এর মডেল R&D খামারের জন্য ফিল্ডফ্রেশ এপ্রি সেন্টার অফ লুইয়ানার কাছে শেষ্ঠস্থ। Primary ফোকাস ফসল এবং বিভিন্ন পরীক্ষা, প্রগতিশীল কৃষি কৌশল, এবং
--	---------------------------	--

6. ফিল্ড ফ্রেশ একটি সমান অংশীদারিত্ব মধ্যে উদ্যোগ ভারতী এন্টারপ্রাইজ (এয়ারটেল গ্রুপ) এবং রথসচাইল্ড	পাঞ্জাব; তাজা ফল এবং সবজি	এটি গো থেকে 300 একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। পাঞ্জাবের রাজ্য এর মডেল R&D খামারের জন্য 'ফিল্ডফ্রেশ এগ্রি সেন্টার অফ লুথিয়ানার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব। Primary ফোকাস ফসল এবং বিভিন্ন পরীক্ষা, প্রগতিশীল কৃষি কৌশল, এবং সনাক্তকরণ এবং গ্রহণ উপযুক্ত প্রযুক্তি। দ্য খামারের মধ্যে রয়েছে 42 একর অত্যাধুনিক সুরক্ষিত চাষ পলি-হাউস, গ্লাস এবং গ্রিন হাউস সহ এবং নেট ঘর সমস্ত ফিল্ডফ্রেশ খামার হল HACCP, EurepGap, BRC এবং এডিএ এসিসি। এডিএটি ২০০৯ সালে লিজ নিয়েছে। হাজার একর ও ব্যবহার করছে এই ইজারা খামারগুলিতে শ্রমিক হিসাবে সেই প্রাক্তন মালিক চাষীরা। তাজা ফল এবং সবজি বিতরণ করা হয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য পূর্ব এবং সিআইএস দেশগুলি। এটা ইতিমধ্যেই আছে আপনি প্রথম পাঠিয়েছেন সবজির চালান যুক্তরাজ্যে রয়েছে ওকড়া, তিতা লাউ এবং মরিচ প্রকল্প। এডিএ ইজারা কৃষকের জীবনযাত্রা আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে চাষি মালিকের প্রকল্প হিসাবে ন্যূনতম মজুরি (৯৫ দিন)। এইভাবে, একজন কৃষক যার জমি কোম্পানি দ্বারা লিজ দেওয়া হয় টাকা পায় প্রতি একর ভাড়া ১৫,০০০ টাকা এবং যদি তার পরিবারের দুজন কাজ করে শ্রম হিসাবে এই ইজারাকৃত খামারগুলিতে, রুপি আয় করুন। বার্ষিক ৫৭,৬০০। এভাবে একজন দুই একর চাষি টাকা আয় করতে পারেন। প্রায় রুপি ৯০,০০০ (৩০,০০০ ভাড়া গ্লাস ৬০,০০০ মজুরি) বার্ষিক তার সাথে তুলনা করে তার খামার থেকে (৫০,০০০ টাকা) মোট আউটপুট হিসাবে (সহযে কোন খরচ কর্তন) যদি তিনি গম এবং ধান শস্য চক্রের জন্য যান যা হয় পাঞ্জাবে খুব সাধারণ (মিঃ এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। রাকেশ ভারতী মিতল)। এটাও কাজ অন্যান্য কৃষি ব্যবসার সাথে জড়িত রাজ্যের অ্যাগ্রো প্ল্যান্টেশন, জয়পুর এবং সাতলুজ অর্গানিকসের মতো সংস্থাগুলি, ফল ও সবজি উৎপাদনের জন্য নতুন দিল্লি। রাজ্যের গত বছর কাছাকাছি ১৭ জন কৃষকের কাছ থেকে ২০০ একর জমি লিজ নিয়েছে হুম প্রতি টাকা দরে। ৭০০০ প্রতি একর এবং টাকা পরিশোধ করছিল। ৫০০০ প্রতি মাসে কৃষকদের তত্ত্বাবধানে। কোম্পানি ১৭% পায় ফিল্ডফ্রেশ দ্বারা তৈরি করা সরবরাহের বিক্রয়ের উপর লাভ।
7. সাতলুজ কৃষি প্রা. লিমিটেড নয়াদিল্লি	পাঞ্জাব, প্রধানত অন্য সবজি ফিল্ড ফ্রেশ	জমি ইজারা @Rs. 2.5 বছরের জন্য প্রতি একর 17,000, লিজার কৃষক সমস্ত খামার মেশিন এবং অপারেটর/গুলি প্রদান করবে, বৈধ 10 HP টিউব সহ সর্বনিম্ন 25 একরইল সংযোগ এক জায়গায় প্রয়োজন, স্থানীয় ইজারা খামারের/সন (সর্বনিম্ন +2 পাস) ব্যবস্থাপক হিসাবে নিযুক্ত। টাকার জন্য 6,000/মাস, জমির জমি একটি স্থানীয় বড় কৃষকের নামে আমি কোন লিখিত এজিআর ছাড়াই ফিল্ড ফ্রেশের সরবরাহকারী; বেতন শ্রম @রুপি জন্য প্রতিদিন 85 পুরুষ/মহিলা, পিএফ ব্যতীত অবদান, 8AM-5PM কাজ ঘন্টার; তিনটি স্থানে 5,000 একর (ফতেহগড় সাহেব, সিংগুর এবং জলন্ধর জেলা)
8. জনা কাউন্সিল সাইট্রাস এবং এগ্রো পাঞ্জাবে জুসিং (একটি রাজ্য সরকার স্পন্সর সংস্থা)	পাঞ্জাব ফল	8-12,000 রুপি/ একর জমি ইজারা দেয় কৃষকদের কাছ থেকে 12 বছর ধরে দুটি বিকল্পের অধীনে: ভাড়া 20% বৃদ্ধি প্রতি 3 বছর বা 2% 6 বছরের জন্য বৃদ্ধি এবং তারপর 50:50 শারিং ফল লাভের গ; ন্যূনতম 10 একর প্রয়োজন
9. নিজের এগ্রো, অমৃতসর	পাঞ্জাব, ফল এবং সবজি	জমি ইজারা দেয়; ১ বছর চার হাজার একর।

10. বিমল ডেইরি করার ক্ষমতা সহ প্রক্রিয়া 2.5 লাখ	নর্মদা খাল উত্তরে এলাকা গুজরাট; জন্য দুধ	1000 একর জমিতে প্রথম চুক্তিবদ্ধ গরুর খামার সঙ্গে একটি টাকা বিনিয়োগ 30 কোটি। এই জমি (1000 একর) হবে বিইজারা ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকদের চুক্তিতে প্রতিটি পাওয়ার সাথে
--	--	--

10. বিমল ডেইরি করার ক্ষমতা সহ প্রক্রিয়া 2.5 লাখ লিটার দুধ (a টাকার অংশ 900 কোটি বিমল গ্রুপ), আহমেদাবাদ	নর্মদা খাল উত্তরে এলাকা গুজরাট; জন্য দুধ বন্দী খরচ	1000 একর জমিতে প্রথম চুক্তিবদ্ধ গরুর খামারসঙ্গে একটি টাকা বিনিয়োগ 30 কোটি। এই জমি (1000 একর) হবে বিইজারা ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকদের চুক্তিতে প্রতিটি পাওয়ার সাথে 10 বছরের জন্য 6-12 একর। তাদের পানিও দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ এবং জমির সাথে দুগ্ধজাত পশু। এটাও থাকবে পশুচিকিৎসা এবং দুধ ঠান্ডা করার সুবিধা। উপর উত্পাদিত দুধ এই খামারগুলি বিমল ডেইরি দ্বারা সংগ্রহ করা হবে এবং কেটে নেওয়ার পরে জল, বিদ্যুত এবং পশুদের জন্য সমস্ত অর্থপ্রদান, কৃষকদের তাদের দুধের জন্য অর্থ প্রদান করা হবে। এর তরুণ বাছুর পশু কৃষকদের অন্তর্ভুক্ত হবে, চুক্তি নবায়নযোগ্য হবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সাথে এবং প্রকল্পটি মহিলাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দুগ্ধ খামারিরা। এটি 70-100 জনের জীবিকা সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে পরিবারে গার্হস্থ্য এবং রপ্তানি বাজার ফোকাস (যেমন বলা হয়েছে কোম্পানির একজন কর্মচারী দ্বারা)।
---	--	---

উৎস: মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক উৎস থেকে সংকলিত।

আইইইএফএল কর্পোরেট ফার্মিং অপারেশন

খামারগুলিকে সমতল করা হয়েছে এবং ড্রিপ এবং লিফট সেচ দিয়ে বাস্তবায়িত করা হয়েছে এক্সেল এবং নেটাফিম। এই সমস্ত খামারগুলি এখন থেকে জৈব এবং ইকোসার্ট দ্বারা প্রত্যয়িত করা হয়েছে। 1997. সমস্ত খামারের জন্য সার্টিফিকেশন খরচ হল টাকা। সাত লাপ্রতি বছর *kh*. খামারগুলো ছিল কৃষিবিদ হিসেবে কোম্পানির পরিচালকদের নামে কেনা শুরু করা হয়েছিল সঙ্গে, এবং কোম্পানির কিছু কর্মচারী যারা কৃষিবিদও ছিল, জমি এড়াতে সিলিং আইন। এই স্কিমের অন্যান্য শেয়ারহোল্ডাররা যাদের কাছে জমি ছিল হস্তান্তরিত হয়ে এমপি 100 একর বর্জ্য জমি কিনে কৃষিবিদ করা হয়েছে ইতিমধ্যে সেখানে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের নামে এই জমি কিনেছে। মহারাষ্ট্রে কেনা খামারের শিরোনাম এই তথাকথিতদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল কৃষিবিদ তামিলনাড়ু ও গোয়ায় শুধু কৃষিবিদ হওয়ার শর্ত নেই জমি কেনার যোগ্য। যদিও বরফের ভাগ খামার এবং কৃষকদের মধ্যে পরিবর্তিত হয় মহারাষ্ট্র, এটি ছিল রুপি। 1,30,000/- প্রতি একর প্রতি শেয়ার যার মধ্যে *Rs. 30,000/-* খরচ হয়েছে জমির রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি ভূমি উন্নয়ন ও নিবন্ধন। গর্ভকালীন সময়কাল সবেমাত্র শেষ হয়েছে এবং এখন 80:20 ভাগাভাগি হবে। তবে *m*ভূমি ইতিমধ্যে বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রশংসা স্থান নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিও উপহার দেয় খামার বা অন্য কোনো জৈব পণ্য বিনিয়োগকারীদের কাছে।

প্রধানত উদ্যান ফসল কিছু আন্তঃফসল ছাড়াও *IEEFL* খামারে জন্মে। দ্য কলায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য 1998-2003 সালে এনডিডিবি-র কাছে জৈব কলা বিক্রি করা হয়েছিল রপ্তানির জন্য পিউরি যা ছিল 400 মেট্রিক টন। এই ছিল অগ্রিম আদেশ সঙ্গে 50% অগ্রিম পেমেন্ট এবং 30% এর জন্য বাজার মূল্যের প্রিমিয়ামপ্রচলিত কলা

মহারাস্ট্রের জলপাই বাজারে। এছাড়া একটি কমিশন *Re.* প্রতি কেজি এক। হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল মুম্বাইয়ের গোরেগাঁওয়ে *NDDB* কারখানায় ডেলিভারির জন্য পরিবহন খরচ। এনডিডিবি কারখানাটিকে *IE EFL*-এর 'চেইন অফ কাস্টডি'-এর অংশ হিসাবে জৈব প্রত্যয়িত করা হয়েছিল শংসাপত্র এনডিডিবি দ্বারা জন্মগ্রহণ করা হচ্ছে। এনডিডিবি, জৈব বিক্রি ছাড়া অন্য কোম্পানিটি রপ্তানি বা রপ্তানির সাথে জড়িত ছিল না বলে পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়েছিল জৈব পণ্যের দেশীয় বিপণন। এমনকি এখন, কোন ডি দ্বারা সরাসরি রপ্তানি প্রতিষ্ঠান. আন্তর্জাতিক ক্র্যাশের কারণে এনডিডিবিতে সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে কলা পিউরি জন্য দাম. *CIS* এখনও অব্যাহত আছে যদিও কোন রিটার্ন দেওয়া হয়নি বিনিয়োগকারীরা এখন পর্যন্ত। প্রতিটি খামারের জন্য একজন খামার ব্যবস্থাপক এবং 50 একরের জন্য একজন স প্রতিটি যারা কোম্পানির কাছে জমি বিক্রি করে কাজ করেন তাদের কাছ থেকে শ্রমিক সরবরাহ আসে নৈমিত্তিক শ্রম. একজন প্রহরী ছাড়াও ম্যানেজার ও সহকারী খামারে থাকেন।

কোম্পানির খামার ব্যবস্থাপকদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা জৈব চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দ্য বর্তমান সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার এক্সেল ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাক্তন কর্মচারী। যেহেতু তার নিজস্ব খামারগুলো মরুভূমিতে ছিল, এটা সার্টিফিকেট পেয়েছে অয়ন প্রথম বছরেই। এটি প্রদান করে জমি ছাড়া প্রকল্প খরচের 15% হারে জৈব খামারের জন্য পরামর্শ এবং অবকাঠামো বা কিছু ক্ষেত্রে সেগুলি সহ, যাতে এটি থেকে সংগ্রহ করার জন্য আরও বড় ভিত্তি রয়েছে। এটি ইতিমধ্যে ভারতে 12টি এবং ওমানে একটি খামারকে এই ধরনের পরিষেবা প্রদান করেছে। যতদূর কর্পোরেট খামারে উদ্ভিদ, উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হওয়ার কারণে ওভারহেডস এখানে কোম্পানিটি তার একমাত্র নামে খামার পরিচালনা করে চলেছে শেয়ারহোল্ডার যারা জমির মালিক (সিং, 2006)।

3. কর্পোরেট চাষের জন্য যুক্তি

এটা যুক্তিযুক্ত যে বড় মাপের কর্পোরেট কৃষি শিল্প কৃষক চাষের চেয়ে বেশি দক্ষ দেশে প্রচলিত। এটি আরও ভাল বরাদ্দের দক্ষতার দিকে নিয়ে যায়, প্ররোচিত করে উচ্চতর ব্যক্তিগত কৃষিতে বিনিয়োগ, এবং ফলাফল উচ্চ উৎপাদন, আয় এবং রপ্তানি (মিশ্র, 1997)। কর্মক্ষম প্রান্তিক জোতের গড় আয়তন ছিল মাত্র ০.৩৫ হেক্টর এবং এর 1992 সালে 2.69 এবং 5.79 হেক্টরের তুলনায় ছোট জোত 1.41 হেক্টর যথাক্রমে আধা-মাঝারি এবং মাঝারি শ্রেণীর জোত এবং 15.41 হেক্টর বড় ক্যাটাগরির হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে। এই শ্রেণীর জন্য মালিকানাধীন *rship* হোল্ডিং গড় *ories* শুধুমাত্র বৃহৎ বিভাগের হোল্ডিং যা সামান্য ছিল ব্যতিক্রম সঙ্গে এমনকি ছোট ছিল বড় (সিং, 2005)। আসলে, এটামৌমাছি আছে যে যুক্তি ছোট এবং মার্জিন আল খামার এমনকি মধ্যে পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলি একটি পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য কার্যকর নয় এবং আরও বড় হোল্ডিং প্রয়োজক 1995)। এই ক্ষুদ্র ধারকদের যদি চাষাবাদ থেকে বেরিয়ে আসা উচিত্য আরো এগিয়ে যেতে সক্ষম হয় না

ফল ও সবজির মতো রপ্তানিমুখী ও বাণিজ্যিক ফসল যেমন তা লাভজনক হবে না sm উপর খাদ্য ফসল বৃদ্ধিসমস্ত হোল্ডিং। এমনকি কিছু খামারশেতকড়ির শরদ জোশীর মতো নেতারা সংগঠনের যুক্তি, রাজ্যের থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুবিধা দেওয়া উচিতথেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক মার্ক এ তাদের জমি ক্রয় করে চাষটি মূল্য এবং তাদের মূলধন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানজন্য যান অ-কৃষি পেশা। শুধু যাদের মানসিকতা আছে, তেপ্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা, এবং দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্থিক সংস্থান করতে হবে এগ্রিবাস হিসেবে কৃষিকাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছেness (জোশী, 2006)। আরও, এসমল ফার্মস are উচ্চ খণ্ডিত জমির লেনদেনের ফলে আরও খণ্ডিত হয়ে গেছে সেগুলো অ-মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। সম্পদ ব্যবহারের পাশাপাশি পরিবারের ভরণপোষণের ক্ষেত্রে। ফ্যাগমেন্টেশন ইনক এর খরচ। খামারগুলির মধ্যে ভ্রমণের সময় বৃদ্ধি এবং তাই কম শ্রম উত্পাদনশীলতা, উচ্চতর ইনপুট এবং আউটপুট পরিবহন খরচ, জমির মানের জন্য নেতিবাচক বাহ্যিকতা সেচের মতো উন্নতি, বাউন ডেরিতে জমির ক্ষতি এবং বিরোধের বৃহত্তর সম্ভাবনা (মণি এবং পাশ্বে, 1995)। তামিলনাড়ুর একটি গ্রামের সমীক্ষায় দেখা গেছে, ছোট কৃষকদের (সকলের 60%) যাদের প্রত্যেকে তিন হেক্টরের কম জমির মালিক, 35% তাদের 3-5টি প্লট ছিল এবং 25% 5-10 প্লট ছিল এবং বাকি তিনটি প্লট কম। অন্যদিকে, সবার গ্রামের কৃষক, মাত্র 20% কৃষকের প্রত্যেকের পাঁচটির বেশি প্লট ছিল, আরও 40% প্রতিটিতে 3-5টি প্লট ছিল আর বাকি কম থান প্রতিটি তিনটি প্লট। এভাবে ছোট খামার ছিল কিছুটা বেশি খণ্ডিত। আরও, study দেখিয়েছেন যে বিভাজন প্রতিকূল ছিল প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং বেশিরভাগ ফসলের উৎপাদনের উপর প্রভাব, এবং একত্রীকরণ প্রযুক্তিগত দক্ষতা বড় লাভের নেতৃত্বে। কিন্তু, এখনও বাজার নেই কৃষকদের তাদের কর্মক্ষম হোল্ডিং একত্রিত করতে পরিচালিত, যদি না হয়ned হোল্ডিংস (পরিখ এবং নাগরাজন, 2004)।

অধিকন্তু, রপ্তানিমুখী কৃষির জন্য প্রয়োজন বড় িবনিয়োগ যা শুধুমাত্র বড় কৃষি-ব্যবসা উদ্যোগগুলি সামর্থ্য করতে পারে (রংস্বামী, 1993)। যুক্তি আছে যে ভারত কিছু রপ্তানি করে আসছে অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর পরে প্রাক্তন বন্দরের জন্য উপলব্ধ কৃষি পণ্যents এটা তিনি কখনও রপ্তানির জন্য উত্পাদন করেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। এই not শুধুমাত্র অস্থিরতা বাড়ে গার্হস্থ্য মার মধ্যে সরবরাহkets, কিন্তু রপ্তানি প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা , যা পুনরায় শুরু করে।ts প্রতিষ্ঠিত বাজার হারাতে. এছাড়া, ভারত গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বে মিজল্য arket পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য আমদানি। এটাএখানে, যে কর্পোরেট চাষের জন্য আবশ্যিক স্থিতিশীল উত্পাদন এবং রপ্তানি কর্মক্ষমতা (সিং, 1994) বিদেশি অনুমতি দেওয়ার কথাও বলা হয় জমি কেনা এবং পরিচালনা করার জন্য কোম্পানিগুলি উদ্যান চাষে তাদের প্রযুক্তির দরজা খুলে দেবে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি। উপরন্তু, যদি একটি ফার্মের সম্পদের কোন সিলিং না থাকে, তাহলে সেখানে কেন খামার সংস্থার উপর যেমন একটি সীমাবদ্ধতা বাকৃষি ব্যবসা উদ্যোগ? (জোল, 1995)।

4. মামলা এবং প্রমাণ

কর্পোরেট ফার্মিং এর বিরোধীদের যুক্তি যে কোম্পানিগুলোকে জমি কেনার অনুমতি দিলেই হবে ভূমিহীন কৃষকেরা যেহেতু কোম্পানিগুলো র দাম দেবে যা হয়তো এর জন্য খুব লোভনীয় দরিদ্র কৃষকদের প্রতিহত করা এবং তারান্যায় জনসংযোগ আলোচনা করতে সক্ষম হতে পারে নাতাদের জমির জন্য : তাই মালিকরা ভূমিহীন হওয়ার ঝুঁকি চালাবে (ব্যাস, 2001)। ফুর্টতার, অন্য এই ধরনের জমিতে খেতাবধারী ব্যতীত অন্যান্য স্টেকহোল্ডার , যেমন মহিলা বা শিশু, ঝুঁকি চালাতে পারে এই ধরনের জমিতে প্রবেশাধিকার হারানোর জন্য এবং তাই খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক অবস্থা। এই আছে জঘন্য ইতিমধ্যে একটি লিঙ্গ মধ্যে লিঙ্গ প্রভাবপক্ষপাতদুষ্ট গ্রামীণ প্রেক্ষাপট। এমন পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য এটি হয় শুধুমাত্র লিজ ইন করার অনুমতি প্রস্তাবকোম্পানি দ্বারা জমি এবং কোম্পানির লাভ ভাগ করুন কৃষকদের সাথে যারা জমি লিজ আউট করবে কোম্পানিকে anies উভয় উপরসে ফ্রন্টস, চ্যানces কোম্পানী দ্বারা একটি যাত্রায় কৃষকদের নিয়ে যাওয়া হয় বেশ উচ্চ. মূল বিষয় হল কিভাবে দুরে রক্ষা করতে mers, অনুমতি যখন সঙ্গীies তাদের জমি ব্যবহার করতে wh কৃষকেরা শ্রম হিসাবে কাজ এবং ভোগে কোম্পানির সাথে একচেটিয়া চুক্তি? (ড্যাশ, 2004)। এছাড়াও, একটি দেশে যেখানে পপকৃষি জমির উপর চাপ ইতিমধ্যেই বেশি, ক্যাপিটাল বা কর্পোরেট ফার্মিং কৃষির সর্বোত্তম ব্যবহার কিনা তা বিতর্কিত এমনকি ক্ষয়প্রাপ্ত জমি।

এছাড়াও, জমি ক্রয়ে মূলধন বিনিয়োগ পি er se মুনাফা দেয় না, তা নির্বিশেষে জমির মালিকদের নিতম্বে সিলিং এর অস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি । একটি ব্যবসা দ্বারা যেমন একটি বিনিয়োগ এন্টারপ্রাইজটি শুধুমাত্র ভাড়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং/অথবা অর্জিত অনুমানের জন্য মূলধন আছে দ্রুত ক্রমবর্ধমান জমির দামের পরিস্থিতিতে লাভ। সিলিং অপসারণের জন্য কর্পোরেট দাবি শুধুমাত্র তম অর্থে তোলে যেমন একটি প্রেরণা উপস্থিতি ation কিন্তু, এই কনপ্রকৃতির চেষ্টা করুন একটি কর্পোরেট, পুঁজিবাদী উদ্যোগ মুনাফা চাওয়া দ্বারা চালিত। এ ধরনের বিনিয়োগ সামাজিকভাবেও হয় পুঁজির অপচয়, এমনকি অন্যথায় একটি দুস্প্রাপ্য সামাজিক অবকাশ আমাদের এটনিছক লে বিজ্ঞাপন হস্তান্তর এক হাত থেকে অন্য হাতে জমি (মিশ্র, 1997)। এটা অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় উন্নয়নশীল দেশ, এবং ভারতের যেখানে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এখন ব্যাপক পড়ুন, যে রপ্তানির জন্য উত্পাদিত কৃষি ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি আপনার দিকে ঝোঁকস্থানীয় খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে যেহেতু তারা রপ্তানিমুখী এনবি-এর অধীনে এলাকা স্থানচ্যুত করে অন-খাদ্য ফসল sic খাদ্য শস্য যা স্থানীয় এবং জাতীয় খাদ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ rity (Patnaik, 1996) এবং কৃষকদের শোষণ (ড্যাশ, 2004)।

অতীতেও অনেক চেষ্টা বন্দী ফাকৃষির নিচে ক্ষয়প্রাপ্ত জমিতে রমিং-
বনায়ন কর্মসূচির সংজ্ঞার মতো বিষয় নিয়ে বিতর্কিত হয়ে উঠেছে

ক্ষয়প্রাপ্ত জমি এবং সেই হালের স্থানচ্যুতি (grazing বা অন্যান্য সাধারণ অধিকার যেমন তথাকথিত বর্জ্যভূমি হিসাবে জমিটি প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য বর্জ্যভূমি নয় যারা এটির উপর নির্ভর করে উত্তরাধিকারী একটি সাধারণ সম্পত্তি সম্পদ হিসাবে জীবিকা (খাদ্য, জ্বালানী এবং পশুখাদ্যের প্রয়োজন) (সিংহ, 2002; FES, nd)) যেমন গুজরাটের মালধারীদের ক্ষেত্রে। ফুআবার, বর্জ্যভূমির শ্রেণীবিভাগও প্রশ্নবিদ্ধ যেমন গুজরাটে 'সাধারণ জমি' এবং 'আকালিখালি জমি' শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে বর্জ্যভূমি হিসাবে (ভারওয়াদা এবং মহাজন, 2006)।

যতদূর দক্ষতা উদ্ভিন্ন, সেখানেখামার পি এর কোন চূড়ান্ত প্রমাণ নেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি খামারের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে ছোট খামার পাওয়া গেছে প্রতি উচ্চ আউটপুট আছে হেক্টর (Toolmin এবং Gueye, 2003)। প্রকৃতপক্ষে, ভূমি সংস্কার তম আঁকা প্রমাণ থেকে eir যুক্তি যা fa মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক নির্দেশ করে im আকার এবং উৎপাদনশীলতা (লিপটন, 1993)। এছাড়াও, স্কেল অর্থনীতি হল im গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন পর্যায়ে নয়, প্রক্রিয়ায় ng পর্যায় যা চুক্তি খামার বা সমবায় প্রক্রিয়াকরণের অধীনে নেওয়া যেতে পারে arrangements (ব্যাস, 2001)। বড় হোল্ডিংয়ের দক্ষতার যুক্তিতে যদি আদৌ কোনো যুক্তি থাকে, তবুও তা হতে পারে আকার বৃদ্ধি দ্বারা অনুশীলন করা এমনকি ই এর অধীনে অপারেশনাল হোল্ডিং এর বিদ্যমান ভূমি আইন একত্রীকরণের মাধ্যমে। কর্পোরেটের জন্য la nd এর মালিকানা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত নয় কৃষি যেহেতু ভারতে কৃষি খাতে বেশ উল্টোই শিল্প খাতের জন্য, আছে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করেছে - খুব বড় সংখ্যক প্রয়োজক এবং সাথে বাজারে ভোক্তাদের - বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে পরামর্শ দেওয়ার কোনও প্রমাণ নেই কৃষক চাষ, allo সম্পদের ক্যাটেশন আছে দক্ষ (Rao, 1995)। যদি একটি প্রমাণ প্রয়োজন হয়, এটা দেখতে হবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার এবং কর্মদক্ষতার পরিবর্তন মূলধন ব্যবহার। কৃষি উৎপাদন গড়ে ৩ শতাংশ হারে বেড়েছে-3.5% প্রতি বছর 1960 এর দশকের শেষের দিক থেকে এবং ভারতীয় কৃষিতে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা এর চেয়ে বেশি দ্বিগুণ, 1960-এর দশকে 0.150 থেকে 1980-এর দশকে 0.414 (মিশ্র, 1997)।

আরও, কর্পোরেট চাষের পরীক্ষা এমযে কোন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ এজি ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির অন্তর্নিহিত সমস্যার কারণে পরিস্থিতিগুলি মূলত সফল হয়নি। জন্য উদাহরণস্বরূপ, ইরানে, বেশিরভাগ সংস্থাগুলি ব্যর্থ হয়েছিল, যখন তাদের জন্য প্রচুর জমি দেওয়া হয়েছিল চাষ, অব্যবস্থাপনার কারণে যা প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে। প্রধান কারণগুলি ছিল ব্যবস্থাপনাগত প্রকৃতির, যেমন ক্ষেত্রের উন্নতিতে অবহেলা, না আকস্মিক পরিকল্পনা, কম-পুঁজিকরণ, ব্যবস্থাপনাগত অনমনীয়তা এবং দুর্বল শ্রম সম্পর্ক (Strohl, 1985; Johnson and Ruttan, 1994)। বাহ্যিক কারণ অন্তর্ভুক্ত স্কেল diseconomies যা সেখানে প্রস্তাবিত বিশ্বব্যাপী খামারের আকার বৃদ্ধির সীমা ছিল (Johnson and Ruttan, 1994)। বড়-s ক্যাল কর্পোরেট খামারগুলি যুক্তরাজ্য, ডেনজুয়েলা, জিএইচ-এ ব্যর্থ হয়েছে আন

আইআইএমএ ওয়াই ইন্ডিয়া

রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

ইরানের পাশাপাশি ব্রাজিল, ফিলিপাইন উল্লেখযোগ্য বহিরাগত অর্থনীতির উপস্থিতি সত্ত্বেও জমি, স্বল্প সুদের ক্রেডিট এবং ট্যাক্স এবং শুদ্ধ সহ ভর্তুকি ইডি ইনপুটগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 'স্কেল' উপকারিতা (জনসন এবং রুটান, 1994; Toulmin এবং Gueye, 2003)। একটি প্রধান প্রতিকূল পতন আউট এই ধরনের পরিকল্পনা ছিল বিপুল সংখ্যক কৃষকের বাস্তুচ্যুতকৃষক (টুলমিন এবং গুয়ে, 2003)। অন্যদিকে, এমস্যাফল্যের কোনো ক্ষেত্রে যখন সংস্থাগুলি কাজ করে চুক্তি ব্যবস্থা বা লি-এর অধীনে স্থানীয় কৃষকদের সাথে তাদের দেশে sed (Johnson, 1985)।

শিল্প খাতের সঙ্গে সমতার যুক্তি সিলিং অপসারণ (Johl, 1995) খুব কাছাকাছি মাটি দাঁড়ানো নাপরীক্ষা এটা সুপরিচিত যে একটি ব্যক্তিগত সম্পদ, কর্পোরেট শিল্প সংস্থা একচেটিয়া নয় যারা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে তাদের মালিকানাধীন এটা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যার নামে ফাইম চালানো হয়। সম্পদের মালিক শত শত, এবং যে ক্ষেত্রে ফার্মটি বড় হাজার হাজার শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এবং ট্রাস্ট তহবিল। যখন সম্পদের মালিকানার এই ধরনের একটি প্যাট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হয় কৃষি, এটি ব্যাপক মালিকানা বোঝায় একটি কৃষির জমি এবং মূলধন সম্পদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এই শর্ত পূরণ করা হয় যখন হুন্ডবিভিন্ন আকার-শ্রেণীর জমির মালিকদের লাল ফার্মকে তাদের জমি লিজ আউট করুন এবং এর মূলধন বিনিয়োগে শেয়ারহোল্ডার হন, যদি ফাইম এর লক্ষ্য সরাসরি কৃষি উৎপাদন। আনত্বেমতিবেল y, যদি ফার্মের লক্ষ্য কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ হয়, তাহলে উপরোক্ত শর্ত উত্পাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং উল্লেখ সমন্বয় দ্বারা পূরণ করা হয় মার্কেটিং এমতাবস্থায় শত শত মালিক-কৃষক পুনরায় কাজে নিয়োজিতপ্রয়োজনীয় ধরনের উৎপাদন একটি চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থার অধীনে, এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ইএন্টারপ্রাইজ পণ্য প্রক্রিয়া করে। যাইহোক, এই ধরনের ব্যবস্থার অধীনে, এন্টারপ্রাইজের লেনদেনের খরচ বেশি এবং কখন ম এর খোলা বাজার মূল্যই উত্পাদন উচ্চ, বিতরণ উৎপাদিত হয় হিসাবে অনিশ্চিত প্রয়োজকরা পণ্যগুলিকে উন্মুক্ত মা -রেকেটে নিয়ে যায়। সমাধান টিও যেমন সমস্যা আছে প্রয়োজকদের এন্টারপে শেয়ারহোল্ডার তৈরি করা এমনভাবে উঠুন যে তারা নাy ভাগ লেনদেন খরচ কিন্তু লভ্যাংশ উপার্জন হারানএর চেয়ে বেশি বিতরণ করতে ব্যর্থতার জন্য প্রত্যাশিত অপ থেকে লাভেন market sales সংক্ষেপে, তারা পাগলে হিসাবে আছে মধ্যে নিতে প্রক্রিয়াকরণ এন্টারপ্রাইজ (মিশ্র, 1997)।

5। উপসংহার

কর্পোরেট ব্যবসা পরিচালনার জন্য হোল্ডিংয়ের সিলিং অপসারণের কোনো মামলা নেই কৃষি উৎপাদন খাতে বা কৃষকদের জন্য স্কেল অর্থনীতি কাটার জন্য, ভিত্তিতে আকারের সীমাবদ্ধতা, যদি একটি স্বাধীন জমি-ইজারা বাজার বিদ্যমান থাকে (ব্যাস, 2001; ডোগরা, 2002)। অপারেশনাল হোল্ডিং আরো কার্যকরী অপারেশনের জন্য বড় করা হয়, মএ অর্জন করা যায় জমি ইজারা বাজারকে আরও দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে বা কিছু অধীনে জমি একত্রিত করে

আইআইএমএ ওয়াই ইন্ডিয়া

রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

সমবায় উদ্যোগ, সম্মিলিতভাবে বুইং ইনপুট এবং পণ্য বিক্রির জন্য, যদি সমবায়ের জন্য না হয়- অপারেটিভ কৃষি। কৃষি প্রবৃদ্ধি ভাগাভাগি করতে হলে পুণ্যবানদের উপলব্ধি করতে হবে বৃদ্ধি এবং বিতরণের বৃত্ত, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধুমাত্র একটি কৃষক কৃষি ব্যবস্থা পূর্ব-এশীয় অভিজ্ঞতা যেমন দেখিয়েছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা অর্জন করা সম্ভব। শুধু তাই নয় আরও কিছু পুঁজিবাদী/কর্পোরেট ফার্মিং সিস্টেমের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলকমি, কিন্তু কৃষকরাও করে যখনই সুযোগ আসে তখনই উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তি সাড়া দিন এবং গ্রহণ করুন। দ্য পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হল এর একটি চমৎকার উদাহরণ। দ্বিতীয়ত, কৃষক কৃষকরা টুপির পরিবর্তে শ্রমের পরিবর্তে আরও বেশি শ্রম নিয়োগ করতে সক্ষম হয়। অনেক অধিকতর মুনাফা অর্জনের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য বিবেচনা করে পুঁজিবাদী কৃষিকাজ কখনোই করতে পারে না (মিশ্র, 1997)।

তবে, নীচের প্রান্তে হোল্ডিং আকার বাড়ানোর জন্য একটি কেস আছে হোল্ডিংস টেকসই (মণি এবং পান্ডে, 1995)। মেয়াদী ক্রেডিট প্রদানের মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা ক্ষুদ্র/প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে, যাতে যারা ইচ্ছুক তারা জমি ক্রয় করতে পারে এবং তাদের মালিকানার আয়তন বাড়াতে পারে (রাও, 1995)। কিন্তু, এটি কার্যকারিতার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে না কারণ এটির জন্য কোন জায়গা নেই সর্বনিম্ন প্রান্তে যারা এটি থেকে সরে যেতে চায়। সেরা কোর্স একটি আছে বলে মনে হচ্ছে জমি ক্রয় ঋণের বিধান সহ জমির সিলিং সীমার মধ্যে বিনামূল্যে জমির বাজার ক্ষুদ্র/প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সুবিধা। কিন্তু, জনসংখ্যার চাপ দেওয়া, পরিবার বিভাজন, সমান উত্তরাধিকার আইন, এবং জমির সাথে গভীর-মূল সংযুক্তি, এমনকি এই নীতিও হতে পারে অব্যবহার্য প্রান্তিক জোতগুলিকে নির্মূল করতে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি। প্রায় 15 বছর আগে, ক এর সভাপতিত্বে কৃষি অর্থনীতিবিদদের ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়াত সুখময় চক্রবর্তী, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে মালিকানার সাথে একটি ফ্লোরের প্রবর্তন হোল্ডিং সমস্যা মোকাবেলা করা প্রয়োজন হবে। ইউপি জমিদারি এবলিশন এবং জমি 1950 সালের সংস্কার আইন অনুযায়ী ফ্লোর সীমা 1.26 নির্ধারণ করার একটি ধারা রয়েছে হেক্টর এইটা আরেকটি বিষয় যে এই বিধান কখনই বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্যই, এটা ছাড়া যায় বলা হচ্ছে যে মেঝে সীমা সিলিংয়ের মতোই বিভিন্ন স্টেটে আলাদা হতে হবে সীমা ভিন্ন (মণি এবং পান্ডে, 1995; মিশ্র, 1997)।

অবশেষে, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং বিকল্পের দিকে নজর দেওয়া দরকার কারণ এটি উভয়ের চাহিদা পূরণ করে কর্পোরেট কৃষি ব্যবসার পাশাপাশি ছোট জনসংযোগকারীরা। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর শ্রেষ্ঠত্ব কর্পোরেট ফার্মিং এর ব্যাপক এবং টেকসই অনুশীলনে স্পষ্ট কর্পোরেট চাষ অভিজ্ঞতা সঙ্গে তুলনা (উইনসন, 1990) এবং এর ইতিবাচক প্রভাবে যেমন প্রয়োজক লাভজনক বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন, উন্নত খামার আয়, দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে

আইআইএমএ ওয়াই ইন্ডিয়া

রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

টেকনোলো স্থানান্তর করতেgy, এবং এমনকি ভারতেও মার্ক এবং ঝুঁকি ভাগ করে নেওয়া (গ্লোভার এবং কুস্টেরার, 1990; বেনজিগার, 1996; দিলীপ এট আল, 2002; দেশিংকর এট আল, 2003; দেব এবং রাও, 2004)। এটা কর্পোরেট চাষের বিপরীতে অন্তত ছোট কৃষকদের ভূমিহীন করে না। এমন কি চুক্তির পরিবেশগত দিকing এর মতো ক্ষতিকর নয়মলের কৃষকরা বজায় রাখে খামার পরিচালনার উপর নিয়ন্ত্রণ যা পরিবেশগত স্থায়িত্বের জন্য ভাল যদিও যখন অনিয়ন্ত্রিত এবং নৈতিকভাবে অনুশীলন করা হয় না, এটি পরিবেশের অবনতির দিকে নিয়ে যেতে পারে (মোরওয়ারিদি, 1995; সিং, 2002) এবং ছোট উৎপাদকদের বর্জন (ওয়ানিং এট আল, 2003; সিং, 2006a)। তদুপরি, কর্পোরেটের বিপরীতে চুক্তিতে সুবিধার ভাগাভাগি রয়েছে কৃষিকাজ অবশ্যই, এর জন্য কন্ট্রাস্টিং এজেন্সির নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনদ্বারা cies তৃতীয় পক্ষ বা কৃষক সংগঠন যেমন সমবায় এবং কৃষক গোষ্ঠী বা রাজ্য। ভিতরে সাধারণ, চুক্তিবদ্ধ চাষাবাদের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে চুক্তিবহির্ভূত কৃষকদের এবং গ্রামীণ মানুষের ওপর সাধারণভাবে উন্নয়ন যদি সঠিকভাবে রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে লিভারেজ করা হয় এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গোষ্ঠী চুক্তি, যদিও এটি একটি উন্নয়ন সরঞ্জাম নয় (গোল্ডস্মিথ, 1985)। এটা হয়েছে মিশ্র ফলাফলের সাথে ভারতে বেশ কিছুদিন ধরে অনুশীলন করা হয়েছে এবং সম্প্রতি, সেখানে রয়েছে উল্লেখ আল সমন্বয় এই প্রক্রিয়ার উপর নীতি জোর দেওয়া হয়েছে . অতএব, একটি প্রয়োজন আছে চুক্তি খামারে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে (Eaton and Shepherd, 2001) যেখানে কোম্পানিগুলি কৃষকদের সাথে কাজ করার জন্য শুধু চুক্তিভিত্তিক শর্তই অফার করে না বরং তাদের ব্যবসাও ভাগ করে নেয় ইকুইটি শেয়ারহোল্ডার হিসাবে প্রয়োজকদের সাথে ঝুঁকি এবং লাভ। এটি একটি দ্বারা সফলভাবে করা হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের চিনি কোম্পানি।

তথ্যসূত্র

অগ্রবাল, আরসি (2000): "উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ক্ষুদ্র কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গি: তারা কি করে একটি ভবিষ্যত আছে?", ফোরাম zur Gartenkonferenz 2000 [http://userpage.fu.berlin/~garten/Buch/Agrawal\(englisch\).htm](http://userpage.fu.berlin/~garten/Buch/Agrawal(englisch).htm) (এপ্রিল 6, 2005)

বেইস, এ এবং এম এস আহমেদ (2003): "কৃষি বৈচিত্র্য এবং স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী বাংলাদেশে উদ্যোগ , IFPRI-FI এ পেপার উপস্থাপন করা হয়েছেসিসিআই কর্মশালা চলছে দক্ষিণ এশিয়ায় কৃষিতে উল্লেখ ইন্টিগ্রেশন, নভেম্বর 3, নয়াদিল্লি।

বেনজিগার, ডি (1996): "ছোট ক্ষেত্র, বড় অর্থ: Sm সাহায্য করার জন্য দুটি সফল প্রোগ্রামসব কৃষকরা উচ্চ মূল্য সংযোজন ফসলে রূপান্তর করে", বিশ্ব উন্নয়ন , 24 (11), 1681-1693।

ভারওয়াদা, সি এবং ডি মহাজন (2006): "গুজ আরাত: কমলের শান্ত স্থানান্তর", অর্থনৈতিক এবং পলিটিক্যাল উইকলি , 41(4), জানুয়ারী 28, 313-315।

বোস, পিআর (2006): 'রিলায়েন্স ইন্ড কৃষি খাতে প্রবেশের পরিকল্পনা করছে', দ্য হিন্দু বিজনেস লাইন , মুম্বাই, মার্চ 19, পৃ.2।